সংবাদ

তারিখ 16 MAR 2012
পৃঃ ৭ কলাম ২

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক

সরকারি কাগজ বিক্রি করে নিম্নমানের কাগজে বই ছেপেছে ৭টি প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারের উন্নতমানের কাগজ উচ্চমূল্যে বিক্রি করে নিম্নমানের কাগজে বই ছেপে (চলতি বছর) বিদ্যালয়ে সরবরাহ করেছে সাতটি অসাধু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বা প্রিন্টিং প্রেস। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) তদন্তে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বই ছাপায় অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন বিতর্কিত সাতটি প্রতিষ্ঠানকে রক্ষায় সরকারদলীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠান হলো- আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, প্রিন্টিং ল্যান্ড অ্যান্ড পাবলিকেশন, ম্যাগনেট পাবলিকেশনস, মোল্লা আর্ট প্রেস ও লামিয়া আর্ট প্রেস, দিগন্ত অফসেট প্রিন্টার্স এবং চট্টগ্রামের সাগরিকা প্রিন্টার্স। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটি মাধ্যমিক ও দুইটি প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের বই ছাপার কাজ করেছে। প্রতারণাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকার ৬টি ও চট্টগ্রামের একটি। আইন অনুসারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে এনসিটিবি।

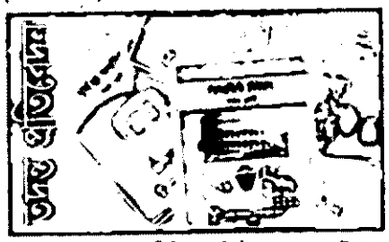

জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন গতকাল সংবাদকে বলেছেন, আইন উপেক্ষা করে পাঠ্য বইয়ে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহারের দায়ে ইতোমধ্যে পাঁচটি প্রিন্টিং প্রেসের ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ জব্দ করতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে চিঠি দেয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ছাপা বইয়ের মান পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। অনিয়ম প্রমাণিত হলে কোন প্রতিষ্ঠানই রেহাই পাবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, আইন অনুসারে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাগজের মূল্য ফেরত, পাঁচ শতাংশ জরিমানা ও

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

সরকারি : কাগজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানকে কালোতালিকাভুক্ত করা হতে পারে। ইতোমধ্যে এনসিটিবি এক চিঠিতে প্রাথমিক স্তরের ত্রুটিপূর্ণ বই যথাযথ সংশোধনের মাধ্যমে পুনঃমুদ্রণের জন্য চট্টগ্রামের সাগরিকা প্রিন্টার্স ও ঢাকার দিগন্ত অফসেট প্রিন্টার্সকে চিঠি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো তা করতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেয়াসহ এনসিটিবি'তে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। এ প্রতিষ্ঠান দুটির সরবরাহ করা বইয়ে ফর্মা না থাকা, উল্টাপাল্টা ফর্মা, কোন কোন পাতায় প্রিন্ট না থাকাসহ নিম্নমানের মুদ্রণ, বাঁধাই ও কাগজ সম্পর্কিত ত্রুটি পাওয়া গেছে।

মাধ্যমিক স্তরের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারের দেয়া উন্নতমানের কাগজ উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দিয়ে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপার প্রমাণ পেয়েছে এনসিটিবি। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, প্রিন্টিং ল্যান্ড অ্যান্ড পাবলিকেশন, ম্যাগনেট পাবলিকেশনস, মোল্লা আর্ট প্রেস ও লামিয়া আর্ট প্রেস। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আইন অনুসারে এসব প্রতিষ্ঠানের কাগজের মূল্য ফেরত, কার্যাদেশ মূল্যের ৫ শতাংশ জরিমানা আদায় এবং কালোতালিকাভুক্ত হবে। এনসিটিবির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কাগজ না দিয়ে নিম্নমানের কাগজ দিয়ে বই ছাপানোর জন্য তাদের ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন বা ক্যাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া আরও ৬টি তদন্ত কমিটি চলতি বছরের বইয়ের অনিয়ম তদন্ত করছে বলে এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা জানিয়েছে। তারা বলেছেন, তদন্তে যাদের বিরুদ্ধেই অনিয়ম পাওয়া যাবে তারা কালোতালিকাভুক্ত হবে। অনিয়ম করে কেউ রেহাই পাবে না।

প্রসঙ্গত, গত বছরও পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার, কালি, বাঁধাই ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের দায়ে ১৪টি প্রেসকে চার বছরের জন্য কালোতালিকাভুক্ত করেছিল এনটিসিবি। সেসব প্রতিষ্ঠানকে রক্ষায় তখন মুদ্রণ শিল্প সমিতি এবং সরকারদলীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তদবির করেছিল। কিন্তু এনসিটিবি সেগুলোকে ক্ষমা করেনি।